১৩ই এপ্রিল, ২০০০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

১৩ই এপ্রিল, ২০০০ ইং তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭১তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত আছে।

আলোচ্যসূচী-১ঃ ৭০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৭০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণের জন্য সভায় তা উপস্থাপন করেন। ৭০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন মন্তব্য আছে কিনা নির্বাহী পরিচালক সে বিষয়ে সভার সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৭০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর বোর্ড সদস্যদের কোন মন্তব্য না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-২ঃ চুক্তি নং-১ এবং চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারদের পেশকৃত দাবী negotiation এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক চুক্তি নং-১ এবং চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারদের পেশকৃত দাবীসমূহ negotiation-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির 3rd Interim Report সভায় উপস্থাপন করে জানান যে, প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজ ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে আরম্ভ হয় এবং জুন' ৯৮ সালে শেষ হলেও প্রকল্পটি আর্থিকভাবে সমাপ্ত হয়নি। নির্মাণ ঠিকাদারগণ কর্তৃক উত্থাপিত দাবী (Claim) সমূহ নিষ্পত্তির জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটি ৬৮তম বোর্ড সভায় তাদের 1st Interim Report এবং ৭০তম বোর্ড সভায় 2nd Interim Report দাখিল করে। বোর্ডের অনুমোদিত সুপারিশমালা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ১নং চুক্তির ঠিকাদারের সাথে negotiation করে দাবী নিষ্পত্তিতে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেন। কিন্তু ২নং চুক্তির ঠিকাদারের সাথে negotiation-এ এখন পর্যন্ত ফলপ্রসু অগ্রগতি হয়নি। এই অবস্থায় বোর্ডের সদয় বিবেচনার জন্য কমিটি তাদের 3rd Interim Report পেশ করেছে।

চুক্তি নং-১

২। নির্বাহী পরিচালক জানান যে, ১নং চুক্তির ঠিকাদার সর্বমোট ১১টি Claim-এ ৩৪৪৫.০০ মিলিয়ন টাকা দাবী করেছে। এর মধ্যে ৯টি দাবীর বিপরীতে সিএসসি'র মূল্যায়ন ও প্রত্যয়নের প্রেক্ষিতে ঠিকাদারকে ৩০৩.০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ঠিকাদারের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। অন্যদিকে সেতু কর্তৃপক্ষ gas pipelines reinstallation কাজের জন্য liquidity damage, সিএসসির অতিরিক্ত supervision fee এবং আমদানীকৃত অতিরিক্ত steel materials এর VAT/Tax বাবদ সর্বমোট ৮৬.০০ মিলিয়ন টাকার একটি Counter Claim উত্থাপন করে তা ঠিকাদারের ৫২ নং IPC থেকে কর্তন করে নেয়। ঠিকাদার কর্তৃক প্রথমে উত্থাপিত ৯টি দাবী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি তা নিষ্পত্তির জন্য ৬০০.০০ মিলিয়ন টাকার প্রস্তাব পেশ করলে ঠিকাদার তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তাদের দাবীর পরিমাণ ১২০৩.০০ মিলিয়ন টাকায় নামিয়ে আনে। পরবর্তীতে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত আরও ২টি দাবী আলোচনান্তে তা প্রত্যাহারের শর্তসাপেক্ষে সমস্ত দাবী সুরাহা ও নিষ্পত্তির জন্য ৬৫০.০০ মিলিয়ন টাকার ২য় প্রস্তাব সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পেশ করা হয়। ঠিকাদার এই প্রস্তাবেও অসম্মতি

জানায়। তবে তাদের দাবী কয়েক দফায় আলোচনান্তে ৯০৩.০০ মিলিয়ন টাকায় নামিয়ে আনে। কিন্তু Variation of prices (VOP) প্রসঙ্গে তাদের ১৩০.০০ মিলিয়ন টাকার দাবী অপরিবর্তিত রাখে। ঠিকাদারকে VOP বাদ রেখে বাকী দাবীগুলো ৬০০.০০ মিলিয়ন টাকায় নিষ্পত্তির জন্য আরো একটি প্রস্তাব দেয়া হয়, যা ঠিকাদার প্রত্যাখান করে। এ পর্যায়ে ঠিকাদার দাবীসমূহ DRB, Arbitration এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চুক্তি মোতাবেক ইঞ্জিনিয়ারের নিকট Clause-67 এর মতামত চায়। সেতু কর্তৃপক্ষও পরিস্থিতি অনুধাবন করে DRB পুনঃগঠন এবং DRB-তে জোড়ালো বক্তব্য রাখার জন্য একজন Queen's Council (QC) নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়।

৩। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে আরো জানান যে, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এবং সেতু কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাদি অনুধাবন করে ১নং চুক্তির ঠিকাদার সেতু কর্তৃপক্ষ, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা (এমসি) এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহবায়কের সাথে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ইং মাসে informal আলোচনায় বসে। ঠিকাদারের প্রতিনিধি তাদের দাবীর স্বপক্ষে বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরেন এবং Variation of prices প্রসঙ্গে বিশেষভাবে জানান যে, তারা DRB, Arbitration এ তাদের স্বপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে পারবে। সেতু কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা এবং অনড় অবস্থা ঠিকাদারকে জানানো হলে তারা তাদের দাবী ৯০৩.০০ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭৫০.০০ মিলিয়ন টাকায় নামিয়ে আনে এবং Variation of prices বাবদ ২৬৫.০০ মিলিয়ন টাকার পরিবর্তে ৮০.০০ মিলিয়ন টাকা দাবী করে। সেতু কর্তৃপক্ষ তখন সকল দাবী চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৬৯০.০০ মিলিয়ন টাকার একটি অনানুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়। ঠিকাদারের Project Manager এই প্রস্তাবটি তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার পর Variation of prices দাবী প্রত্যাহার করে তাদের অন্য সমস্ত দাবীগুলো নিষ্পত্তির জন্য ৭২৫.০০ মিলিয়ন টাকার সর্বশেষ প্রস্তাব দেয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ঠিকাদারের সর্বশেষ প্রস্তাব এবং দাবীর বিভিন্ন দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ২৪/২/২০০০ ইং তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ৭০৩.০০ মিলিয়ন টাকার সর্বশেষ প্রস্তাব দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার মধ্যে ৩০৩.০০ মিলিয়ন টাকা পূর্বেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং তা বাদ যাবে। তাছাড়া Variation of prices বাবদ ১৩০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং gas pipelines reinstallation খরচ বাবদ ২০.০০ মিলিয়ন টাকা বাদ যাবে। উল্লেখ্য যে, gas pipelines reinstallation কাজের বাবদ ৫২ নং IPC থেকে কর্তনকৃত টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হবে। ঠিকাদার ২৮/২/২০০০ ইং তারিখে উক্ত প্রস্তাবে নিম্ন উল্লেখিত শর্তাসাপেক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করায় ঠিকাদারের সাথে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ক) গ্যাস পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ ৫২ নং আইপিসি হতে যে অর্থ কর্তন করেছে তা মার্চ' ২০০০ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে;

খ) নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত অর্থ এপ্রিল' ২০০০ মাসে পরিশোধ করতে হবে;

গ) ঠিকাদার পাইলের ডিজাইন সংক্রান্ত কারণে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং pile designer T. Y. Lin বা তাদের insurance কোম্পানী হতে যদি মোট ১৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক ক্ষতিপূরণ পায় তবে তা হতে legal cost ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট আনুপাতিক হারে ফেরৎ দিবে।

এ প্রেক্ষাপটে নির্বাহী পরিচালক negotiation প্রক্রিয়ার সমস্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যাদি বর্ণনা করেন এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ সম্বলিত 3rd Interim Report অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। নির্বাহী পরিচালক এ প্রসঙ্গে আরও জানান যে, ৩০/০৪/২০০০ ইং তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট withdrawal application দাখিলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। যবসেক বোর্ড সুপারিশ করলে এ বিষয়টি অতিদ্রুত সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। এপ্রিল, ২০০০ মাসের মধ্যে সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলে এ মাসের মধ্যে withdrawal application পাঠানো সম্ভব হবে। তাই যবসেক বোর্ডের সুপারিশ প্রণয়নের সাথে সাথে তা সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে পাঠানো প্রয়োজন।

৪। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহবায়ক সভায় জানান যে, ঠিকাদারের সাথে negotiations-এর সময় Transparency এবং কম মূল্যে দাবীগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে নজর রাখা হয়েছে। DRB, Arbitration এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। DRB, Arbitration এর মাধ্যমে দাবীগুলো নিষ্পত্তিতে হয়তো আরও অধিক ব্যয় হবে। তিনি আরো জানান যে, জেএমবিএ'র আইন উপদেষ্টা দাবীগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক negotiations-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ধারণা ও মতামত দিয়েছে। এই দাবীগুলোর উপর কিউসি-এর মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাবীর উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের ক্ষেত্রে দাবীগুলোর জন্য দিতে হবে চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত ৬.৭%। সেতু কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টার মতে এই পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ এ জাতীয় বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, negotiations-এর মাধ্যমে দাবী নিষ্পত্তি একটি গ্রহণীয় পন্থা। কমিটি যে প্রক্রিয়ায় এবং যে টাকায় নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে তা গহণযোগ্য। তাছাড়া negotiation প্রক্রিয়ায় প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জানান যে, ৬৮তম বোর্ড সভায় negotiations basis অনুমোদিত হয়। এর ভিত্তিতে ৭০৩.০০ মিলিয়ন টাকার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যুক্তিযুক্তই মনে হয়। তিনি যবসেক-এর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক উত্থাপিত Note of decent-এর প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সভার সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে তার মতামত উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, সিএসসি কর্তৃক ৩০৩.০০ মিলিয়ন টাকা মূল্যায়নের basis সিএসসি প্রদান করেছে এবং ইহাই ঠিকাদারের যথার্থ পাওনা। কমিটির মতে এই মূল্যায়ন ১৬০.০০ মিলিয়ন টাকা। কিন্তুDRB, Arbitration এর অনিশ্চিয়তা, অতিরিক্ত ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনা করে 1st Interim Report-এ যে সর্বোচ্চ ৬০০.০০ মিলিয়ন টাকার সুপারিশ করেছে উহাই সর্বোচ্চ মূল্য হওয়া উচিত বলে প্রধান প্রকৌশলী মনে করেন। তার বিবেচনায় এর অধিক মূল্য যথাযথ হবেনা বলে তিনি Note of decent দিয়েছেন। প্রধান প্রকৌশলীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নির্বাহী পরিচালক এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এর পর আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের কমিটির আহবায়ক জানান যে, প্রধান প্রকৌশলীর পেশকৃত Note of decent টি কমিটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ তার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে দাবীগুলো Facilitation-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির পক্ষে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে তিনি কমিটির ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বক্তব্য পড়ে শুনান। তাছাড়া কমিটির দু'জন উপদেষ্টা ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং ডঃ আইনুন নিশাতও প্রধান প্রকৌশলীর বক্তব্যের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে তাদের নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

৫। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহবায়ক এ পর্যায়ে সভায় জানান যে, যেহেতু কমিটির কার্যবিবরণী ঠিকাদারের নিকট পৌঁছতে পারে সেহেতু প্রথম হতেই কঠোর মনোভাব পোষন করা হয় এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হতে negotiation আরম্ভ করা হয়। ঠিকাদার ৬০০.০০ মিলিয়ন টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ আলোচনান্তে ধাপে ধাপে বর্ধিত টাকার প্রস্তাব করেন। প্রত্যেক পর্যায়েই কমিটি কঠোর মনোভাব পোষন করে এবং সর্বশেষ ৭০৩.০০ মিলিয়ন টাকার প্রস্তাব ঠিকাদার সম্মতি জ্ঞাপন করে। এ ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে কমিটি যে বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয় তা ঠিকাদারের নিম্নগামী প্রস্তাব, দাবীগুলোর যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিবেচনা করেই করা হয়েছে। প্যানেল অব্ এক্সপার্টের সদস্য ডঃ আইনুন নিশাত আহবায়কের উক্ত বক্তব্য সমর্থন করেন এবং উন্নীত নিষ্পত্তিটি যথাযথ বলে আখ্যায়িত করেন। প্যানেল অব্ এক্সপার্টের অপর সদস্য ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী উল্লেখ করেন যে, গত ৭০তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত 2nd Interim Report-এ দাবী নিষ্পত্তির জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৫০.০০ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৫৩.০০ মিলিয়ন টাকা যোগ হয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত প্রস্তাবের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০৩.০০ মিলিয়ন টাকা। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এরূপ একটি বৃহৎ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি মাত্র ৬.৭% অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, যা অন্যান্য সহযোগী সংস্থাসহ সকলের নিকট প্রসংশার দাবীদার। একমাত্র দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

৬। বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সকল সদস্যই ৭০৩.০০ মিলিয়ন টাকায় সমস্ত দাবী চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেন।

চুক্তি নং-২ ঃ

৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির আহবায়ক চুক্তি নং-২ এর negotiation প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উল্লেখ করেন যে, ঠিকাদারের সাথে এখনও negotiation চলছে। প্রথম দিকে ঠিকাদার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি না দেওয়ার কারণে অগ্রগতি তেমন ত্বরান্বিত হয়নি। পরবর্তীতে তারা কিছু তথ্যাদি দিয়েছে। এ মাসেই ঠিকাদারের প্রতিনিধি ঢাকায় আসবে এবং negotiation এর বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে বলে জানিয়েছে।

৮। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের চুক্তি নং-১ এবং চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারদের দাবীসমূহ নিষ্পত্তিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ সম্বলিত 3rd Interim Report সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

(খ) চুক্তি নং-১ এর নির্মাণ কাজের ঠিকাদার M/S. Hyundai Engg. and Construction JV কর্তৃক দাখিলকৃত সমস্ত দাবীসমূহ ৭০৩.০০ মিলিয়ন টাকায় (১৭.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত সুপারিশ সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(গ) চুক্তি নং-২ এর ঠিকাদারের উত্থাপিত দাবীসমূহ নিষ্পত্তিতে নেগোশিয়েশন পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী-বিবিধ ঃ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Seismic Monitoring System স্থাপন এবং এর Consultancy Service প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জানান যে, Seismic Monitoring System প্রসঙ্গে সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৪তম বোর্ড সভায় ৪,২১,৩৪,৬০৩.০০ (চার কোটি একুশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত তিন) টাকায় এই কাজটি করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে sole source হতে Seismic instrument ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীতে sole source হতে ক্রয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন দিক হতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ফলশ্রুতিতে দরপত্র প্রস্তুত, ডলারের অবমূল্যায়ন, টেলিফোন লাইন স্থাপন ইত্যাদি কারণে উক্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৯১,২১,৫৯১.০০ (চার কোটি একানব্বই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত একানব্বই) টাকায় দাঁড়িয়েছে। তিনি এই বর্ধিত ব্যয় সম্বলিত চুক্তিনামা অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করেন।

২। প্যানেল অব এক্সপার্টের সদস্য ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী এ প্রসঙ্গে জানান যে, এই কাজ করার জন্য BRTC, BUET-এর সঙ্গে সেতু কর্তৃপক্ষের ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হবে। উপরোল্লিখিত কারণে যে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে উহা যুক্তিযুক্ত। উপস্থিত সদস্যগণ প্রস্তাবটি আলোচনান্তে এই চুক্তিনামা অনুমোদনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুতে Seismic Monitoring System স্থাপন এবং এর Consultancy Service-এর বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ এবং BRTC, BUET-এর মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী সংশোধিত ৪,৯১,২১,৫৯১.০০ (চার কোটি একানব্বই লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত একানব্বই) টাকা ব্যয় সম্বলিত চুক্তিনামাটি সভায় অনুমোদিত হয়।

পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আনোয়ার হোসেন)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

পরিশিষ্ট-ক

১৩ই এপ্রিল, ২০০০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৭১তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/সংস্থা
১।	সৈয়দ রেজাউল হায়াত সচিব	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২।	ডঃ এ, কে, আবদুল মুবিন সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
৩।	জনাব এন, কে, চক্রবর্ত্তী সচিব	আইন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪।	জনাব মোঃ ওমর হাদী আবহায়ক	Claim সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৫।	জনাব জাকির এ. খান ভারপ্রাপ্ত সচিব (অতিরিক্ত সচিব)	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬।	ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহান পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭।	ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮।	ডঃ এম, ফিরোজ আহ্‌মেদ পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯।	ডঃ আইনুন নিশাত পিওই, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প।	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০।	জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী যুগ্ম-সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১।	জনাব মাহবুব-উল-আলম খান যুগ্ম-সচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২।	জনাব মোঃ আবদুল কাদের মিয়া যুগ্ম সচিব	যমুনা সেতু বিভাগ, ঢাকা।
১৩।	জনাব এ, কে, এম, খলিলুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৪।	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা পরিচালক (পিএন্ডএম)	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

BDM-71_13